উত্তর বঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রামীণ কৃষি মৌসম সেবা কেন্দ্র, পুন্ডিবাড়ি, কোচবিহার

এবং ভারত আবহাওয়া বিজ্ঞান বিভাগ

ফোন: ০৩৫৮২-২৭০৯৩৩

বুলেটিন নং: ১২/AMFU/২০২১-২২

তরাই অঞ্চলের জন্য

তারিখ: ১১।০৫।২০২১

বিগত আবহাওয়া

	বৃষ্টিপাত (মিলি)				সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড)	আপেক্ষিক আদ্রতা (%)
	শুক্র বার	শনি বার	রবি বার	সোম বার	শুক্র – সোম	শুক্র – সোম	শুক্র – সোম
কোচবিহার	৪.৮	৬.৪	০.০	০.০	২৯-৩১	২১-২২	৭২-৯৬
উ. দিনাজপুর	০.০	০.০	১২.০	০.০	৩২-৩৫	১৫-২১	৩০-৮১
আলিপুরদুয়ার	০.০	২.০	১১.২	০.০	৩০-৩৬	২০-২১	৪০-৯৫

পূর্বাভাস সময়কাল: ১২ ১৬ , ২০২১

	কোচবিহার	জলপাইগুড়ি	উত্তর দিনাজপুর	আলিপুরদুয়ার
মেঘ-	আগামী ১২ থেকে ১৪ মে আকাশ মূলত মেঘলা, এবং ১৫ ও ১৬ মে মূলত পরিস্কার আকাশ থাকার সম্ভাবনা আছে।	আগামী ১২ থেকে ১৪ মে আকাশ মূলত মেঘলা, এবং ১৫ ও ১৬ মে মূলত পরিস্কার আকাশ থাকার সম্ভাবনা আছে।	আগামী ১২ থেকে ১৪ মে আকাশ মূলত মেঘলা, এবং ১৫ ও ১৬ মে মূলত পরিস্কার আকাশ থাকার সম্ভাবনা আছে।	আগামী ১২ থেকে ১৪ মে আকাশ মূলত মেঘলা, এবং ১৫ ও ১৬ মে মূলত পরিস্কার আকাশ থাকার সম্ভাবনা আছে।
বৃষ্টিপাত-	আগামী ১২ মে থেকে ১৪ মে মাঝারি বৃষ্টি, এবং ১৫ ও ১৬ মে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।	আগামী ১২ মে থেকে ১৪ মে মাঝারি বৃষ্টি, এবং ১৫ ও ১৬ মে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।	আগামী ১২ ও ১৩ মে মাঝারি বৃষ্টি, ১৪ মে হালকা বৃষ্টি, এবং ১৫ ও ১৬ মে বিক্ষিপ্ত ভাবে খুব হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।	আগামী ১২ ও ১৩ মে মাঝারি বৃষ্টি, এবং ১৪ ও ১৬ মে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে।
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা-	২৮-৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	৩০-৩১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	২৮-৩৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	২৮-৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা-	২২-২৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	২১-২৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	২৩-২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড	২২-২৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড
সর্বোচ্চ আপেক্ষিক আদ্রতা-	৮৯-৯১ %	৮০-৯০ %	৮৩-৮৭ %	৮১-৮৯ %
সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আদ্রতা-	৫৩-৭৪ %	৪৮-৬৪ %	৩৯-৬১ %	৪৪-৬৩ %
বাতাসের বেগ-	ঘন্টায় ১২-১৮ কি মি	ঘন্টায় ১০-১২ কি মি	ঘন্টায় ১৪-২৩ কি মি	ঘন্টায় ১২-১৮ কি মি

আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনু□ায়ী কৃষি পরামর্শ

সাধারন

**** আগামী ১২ থেকে ১৪ মে আকাশ মূলত মেঘলা, এবং ১৫ ও ১৬ মে মূলত পরিস্কার আকাশ থাকার সম্ভাবনা আছে। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি - আগামী ১২ মে থেকে ১৪ মে মাঝারি বৃষ্টি, এবং ১৫ ও ১৬ মে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। আলিপুরদুয়ার- আগামী ১২ ও ১৩ মে মাঝারি বৃষ্টি, এবং ১৪ ও ১৬ মে হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। । উত্তর দিনাজপুরে- আগামী ১২ ও ১৩ মে মাঝারি বৃষ্টি, ১৪ মে হালকা বৃষ্টি, এবং ১৫ ও ১৬ মে বিক্ষিপ্ত ভাবে খুব হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকাই সেচ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন মতো রাসায়নিক স্প্রে করুন। ভুট্টা ফসল কাটা শুরু করুন □দি ফসল পেকে গিয়ে থাকে। পাটের জমি তৈরি শুরু করুন এবং বীজ সংগ্রহ করুন, বীজ বপন শেষ করুন, জমির নিকাশি বাবস্থা ভালো করে করুন □াতে অতিরিক্ত জল বেরিয়ে □ায়।**

*আগামি ৭ থেকে ১৩ মে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকবে, ও ১৪ মে থেকে ২০ মে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকবে। আগামি ৭ থেকে ১৩ মে ও ১৪ মে থেকে ২০ মে কিন্তু সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিক থাকবে।

*** সাধারণ পার্থক্য উদ্ভিদ সূচক (এন ডি ভি আই) অনু□ায়ী ২৩ থেকে ২৯ এপ্রিল পর্□ন্ত জেলার কৃষি শক্তি মাঝারি (০.২-০.৪), স্ট্যান্ডার্ড বৃষ্টিপাত সূচক (এস পি আই মানচিত্র অনু□ায়ী) ৮ এপ্রিল থেকে ৫ মে, ২০২১ প□র্নত চার সপ্তাহ মাঝারি ভেজা থেকে মাঝারি শুকনো অবস্থায় আছে।**

দ্বি সাপ্তাহিক বৃষ্টির পূর্বাভাস - ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের দ্বারা প্রস্তুত বর্ধিত সীমা পূর্বাভাস অনু□ায়ী হিমালয় এর পার্শবর্তী পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিম সাবডিভিশন এর ৭ থেকে ১৩ মে,২০২১ সময়কালীন সাধারন বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে, ১৪ মে থেকে ২০ মে প□র্নত সাধারন বৃষ্টিপাত এর থেকে কম হবার সম্ভাবনা আছে।

“মেঘদূত” এপ্লিকেশন এর মাধ□মে আবহাওয়া ও কৃষি ভিত্তিক পরামর্শ দেওয়া হয়, আপনারা পরামর্শ নেওয়ার জন্য এই মোবাইল এপ্লিকেশন টি ব্যবহার করুন। বজ্রবিদ্যুৎ এর পূর্বাভাস পেতে “দামিনী” মোবাইল এপ্লিকেশন বিনামূল্যে প্লেস্টোরে থেকে ডাউনলোড করুন।

শস্য বিজ্ঞান

প্রধান শস্য	দশা	রোগ ও পোকা	পরামর্শ
বোরো ধান		দ্বিতিয় চাপান, খোলাপচা, মাজরা, ব্যাকটেরিয়া জাত ধ্বসা (বি এল বি)	৫০% শীষ এসে গেলে **দ্বিতিয় চাপান** সার প্রয়োগ করুন। জমিতে **জিঙ্ক এর ঘাটতি** দেখা দিলে বিঘা প্রতি ৩.৫ কেজি জিঙ্কের দানা ছড়িয়ে দিন। **খোলাপচা** রোগের জন্য ব্যাকটেরিয়া নাশক যেমন প্রপিকোনাজল ১ মিলি/ লিটার, ভ্যালিদামাইসিন ২ গ্রাম/লি জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। **মাজরা পোকা** দমনের জন্য ক্লরানত্রানিপল অথবা সাইপারমেথ্রিন ২ এম এল/ লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে। **ব্যাকটেরিয়া জাত ধ্বসা (বি এল বি)** রোগের জন্য এগ্রিমাইসিন ৫ গ্রাম/ লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হয়।
ভুট্টা	ফসল কাটা	ল্যাদা পোকা/ ভুট্টা ছিদ্রকারি পোকা	ঠাণ্ডা থেকে গাছকে রক্ষা রক্ষা করার জন্য পরিমিত হারে পটাশ, হাঁটু উঁচু দশাতে চাপান সার হিসাবে নাইট্রোজেন ৩ কেজি/ বিঘা হারে প্রয়োগ করুন। **ল্যাদা পোকার প্রতিকারঃ** ভুট্টার জমিতে ল্যাদা পোকা লেগে থাকতে পারে। তাই লেগে থাকলে অবিলম্বে ইমামেকটিন বেনজোএট ৭ গ্রাম প্রতি ১৫ লিটার জলে অথবা ইমামেকটিন বেনজোএট + নোভালুরণ ৫-৬ মিলি লিটার/ ১৫ লিটার জলে মিশিয়ে সন্ধ্যার দিকে প্রয়োগ করুন। ভুট্টা ছিদ্রকারি পোকা দমনের জন্য সাইপারমেথ্রিন ২ মিলি. প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন। জমিতে প্রয়োজন মাত সেচ দিন। কান্ড ছিদ্রকারী পোকার আবির্ভাব দেখা যায় তবে দ্বিতীয় মাটি চাপানোর সময় ফোরেট ১০ জি @ ৪কেজি /একর হারে দিন। **ফসল কাটাঃ** যেসব জমির ফসল পেকে গেছে সেই সব জমিতে সেচ প্রয়োগ করা বন্ধ করে দিন, এবং আগামি ৫ দিনের মধ্যে ফসল কাটা শুরু করতে পারেন।
তামাক		তামাকের	**মোজাইক রোগঃ** এই রোগ বিজতলা ও রোপণ করা খেতে দেখা যায়। আগে আক্রান্ত গাছের বৃদ্ধি সবচেয়ে কম হয়।

		লেদা, মোজাইক রোগ	প্রকট আক্রমনে গাছের পাতা সরু, পাতলা ও বিকৃত হয়। **প্রতিকারঃ** ১) তামাক খেতে নিযুক্ত শ্রমিকদের পরিস্কার হাত, পা, জামাকাপড় যুক্ত হতে হবে। ২) খেতে সবসময় আগাছামুক্ত রাখা এবং আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা খুব দরকার। ৩) বিজতলায় কাজ করার সময় শ্রমিকরা কোন প্রকার ধুমপান বা তামাক খাবেন না। **তামাকের লেদাঃ** ডিম ফুটে বার হওয়া ক্ষুদ্র লেদাগুলি পাতার তলা থেকে সবুজ ক্লোরোফিল চেঁছে খায়, পাতায় পোড়া পোড়া বা শুকনো দাগ দেখা যায়। লেদা বড় হলে চারা গাছ গুলিকে গোড়া থেকে কেটে দেয় এবং বড় গাছ গুলির পাতা ফুটো করে ঝাঁজরা করে দেয়। দিনের বেলা পাতার আড়ালে বা মাটির ফাটলে লুকিয়ে থাকে। প্রতি বর্গমিটারে ৬ টি লেদা পাওয়া গেলে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে। **প্রতিকারঃ** ১) খেতের মাঝে মাঝে খড় জমিয়ে রাখলে, রাতে তার মধ্যে পোকা আশ্রয় নেয় তখন মেরে ফেলা সহজ হয়, পুড়িয়ে মেরে ফেলা যায়। ২) প্রতি লিটার জলে ১.৫ গ্রাম বিটি বা ৩ মিলি অ্যাজাডাইরেক্টিন ১% গুলে স্প্রে করা যায়। ৩) প্রয়োজনে একর প্রতি ১২ কেজি ক্লোরপাইরিফস ১.৫% ডাস্ট বা ১২ কেজি ফেনভেলারেট ০.৪% ডাস্ট ছড়ানো যাবে।
মুগ ডাল	জমি তৈরি, □ীজ সংগ্রহ, □ীজ শোধন		অত্যন্ত অল্প সময়ে ও সল্প ব্যয়ে নামমাত্র সেচের সুবিধাযুক্ত এলাকায় উন্নত মানের প্রোটিন যুক্ত ডাল শস্য 'মুগ' এর চাষ করুন। এই চাষে আপনার আর্থিক লাভের পাশাপাশি জমির গুনগত মানেরও উন্নতি ঘটবে। জল নিকাশি সুবিধাযুক্ত জমিতে ফাল্গুন- চৈত্র মাসে বিঘা প্রতি ২.৫-৪ কেজি বীজ ছড়িয়ে বা সারিতে বুনুন। সারিতে বুনলে ফলন ভালো হয়। **□ীজ শোধনের** জন্য ম্যানকোজেব ৭৫% ৩ গ্রাম বা থাইরাম ৭৫% ২ গ্রাম বা ক্যাপটান ৭৫% ২ গ্রাম মেশাতে হবে। বীজ শোধনের কমপক্ষে ৭ দিন আগে বিজের সঙ্গে রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে। **উন্নত জাতঃ** সোনালি, পান্না (বি- ১০৫), সম্রাট (পি ডি এম -৮৪-১৩৯), বাসন্তি (পি ডি এম -৮৪-১৪৩)। বিঘা প্রতি ইউরিয়া ৫.৭৫ কেজি, সিঙ্গাল সুপার ফসফেট ৩৩.২৫ কেজি ও ৯ কেজি মিউরেট অফ পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। চাপান সার লাগবে না।
পাট	সার প্রয়োগ		মাঝারি ও উচ্চ উর্বর জমির জন্য ১৫ কেজি নাইট্রজেন, ২ কেজি ফসফরাস ও পটাশ প্রতি বিঘা হারে প্রয়োগ করুন। সল্প উর্বর জমির জন্য এটি বিঘা প্রতি ১১ কেজি নাইট্রজেন, ৫ কেজি ফসফরাস এবং পটাশ প্রতি বিঘা হারে প্রয়োগ করুন। নাইট্রজেন সর্বদা ২-৩ ভাগে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। তবে ফসফরাস এবং পটাশ মূল সার হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। সেচ অবস্থাতে প্রেটিলাক্লর ৫০ ই সি @ ৩ মিলি/ লিটার জলে স্প্রে করুন। বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলে বৃষ্টির পূর্বে সার প্রয়োগ না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
উদ্যান □িজ্ঞান			
প্রধান ফসল	**দশা**	**রোগ ও পোকা**	**পরামর্শ**
চা		চোষি পোকা	**উপসর্গ:** পূর্ণাঙ্গ ও বাচ্চা পোকাগুলি নরম পাতা আঁচড়ে দেয়। আঁচড়ে দেওয়ার পর যে রস বের হয় সেগুলিকে খাদ্য হিসাবে গ্রহন করে। পাতার ওপর সমান্তরাল বাদামী দাগ দেখা যায়। এ ভাবে রস চুষে খাওয়ার ফলে পাতার ওপর সাদা সাদা কর্কের মতো দাগ দেখা যায়। পাতা শেষ পর্যন্ত শুকিয়ে যায়। গাছের বাড়তে থাকা থমকে যায়। ৩ শতাংশ শাখা আক্রান্ত হলে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হয়। **প্রতিকার:** ১) বাগানে ছায়া নিয়ন্তরণ ব্যবস্থা নিতে হবে। ছায়াহীন স্থানে চোষি পোকার আক্রমন বেশী হয়। ২) প্রতি লিটার জলে ২ মিলি ডাইমিথোএট বা ২.৫ মিলি ক্লোরপাইরিফস, ২ মিলি ডেল্টামেথ্রিন গুলে স্প্রে করা প্রয়োজন।
টম্যাটো		সাদা মাছি, ফুল ঝরে □াওয়া, নাি□ ধ্বসা/ লেট ব্লাইট	**সাদা মাছি**- একই ধরনের কীটনাশক বার বার প্রয়োগ ব্যবহার করবেন না। এতে পোকার সহনশীলতা বেড়ে যায়। নিম্নলিখিত কীটনাশক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যাবহার করলে সুফল পাওয়া যাবে। **প্রতিকারঃ** ইমিদাক্লরোপিড (১৮.৭ % এস. এল.) ০.৮ মিলি / লিটার জল অথবা আসিটামিপ্রিড ১ মিলি/ লিটার জলে অথবা ডাইফেনথিউরন ১২.৫ গ্রাম / ১৫ লিটার জলে যে কোন একটি ব্যাবহার করতে হবে। **ফুল ঝরে □াওয়াঃ** জলের অভাব, বোরনের ঘাটতি বা হরমোনের ভারসাম্য হলে ফুল ঝরে যায়। এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে হলে সময় মতো জল সেচ দিতে হবে। সাথে ২০% বোরন ২ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে প্রথম ফুল আসার সময় ও আরও ১৫ দিন পর মোট ২ বার স্প্রে করতে হবে। **নাি□ ধ্বসা/ লেট ব্লাইটঃ** খেয়াল রাখবেন লেট ব্লাইট আসছে কিনা, যদি আসে সেক্ষেত্রে আযোক্সিস্ট্রবিন + টেবুকোনাজল ১.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।
আম	মুকুল আসা, ফল আসা	ফল পড়া, □্যাকটেরিয়াল ক্যাঙ্কের	যেহেতু আমের মুকুল চলে এসেছে তাই এই মুহূর্তে কোনোরকম কীটনাশক স্প্রে করা যাবে না। এছাড়া ভালো গুটির জন্য ন্যাপথালিন এসিটিক অ্যাসিড ২ পি পি এম প্রয়োগ করুন। ফল পরে যাওয়া নিয়ন্তরণ করতে প্ল্যানফিক্স ০.৫ এম. এল/ লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন।আমের মার্বেল দশায় ফল ছিদ্রকারি পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম তেল ৩ এম. এল + ক্লোরপাইরিফস ১ এম. এল. প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন। সাধারনত সন্ধ্যার সময় এই স্প্রে করা আদর্শনীয়। ব্যাকটেরিয়াল ক্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণের জন্য স্ট্রেপটোসাইক্লিন (১০০ পি. পি. এম.) বা এগ্রিমাইসিন ১০০ পি. পি. এম. ১০ দিন বাদে বাদে স্প্রে করা যেতে পারে।
লিচু	মুকুল	--	লিচু গাছের মুকুল আসার জন্য সালফার অথবা সালফেক্স (তরল) @ ২ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন। রিং সেচের মাধমে প্রতেকটি গাছে ২৫ কেজি গোবর সার, ৫০০ গ্রাম উরিয়া, ১ কেজি পটাশ ও ১ কেজি ফসফেট প্রয়োগ করুন।
□গুণ		□্যাকটেরিয়াল উইলটিং/ সাদা মাছি	**□্যাকটেরিয়াল উইলটিং**-গাছে ফুল ফল ধরার সময় শুরু করলে ডগার দিকে পাতা ঝিমিয়ে পরে। প্রথমে ঝিমিয়ে পরা পাতা ঠিক হয়ে যায় পরে গোটা গাছ শুকিয়ে যায়। **প্রতিকারঃ** আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলা উচিত। চারা রোপণের আগে শিকড় শোধন (প্রতি লিটার জলে ২.৫ গ্রাম কারবেনডাজিম ও ২ মিলি টেরামাইসিন ক্যাপসুল)। মুল জমিতে চারা বসানোর আগে প্রতি একর জমিতে ৩ কেজি ব্লিচিং পাউডার মিশিয়ে সেচ দিতে হবে। **সাদা মাছি**- ১) Difenthiuron ১২.৫ গ্রাম and Azoxystrobin + Tebuconazole ২৫ মিলি প্রতি ১৫ লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন ২) ৭ দিন পর Diafenthiuron ১২.৫ গ্রাম প্রতি ১৫ লিটার জলে গুলে স্প্রে করুন। ৩) গাছের নিচের দিকে পাতা কেতে দিন। গাছ কে হালকা করুন।
		প্রাণী ও মৎস □িজ্ঞান	
প্রাণী/মৎস		**রোগ**	**প্রতিকার**
গ□াদি পশু	খা□ার	গরম জনিত রোগ	এই আবহাওয়াতে গোখাদ্য যেমন আলফালফা ঘাসের যত্ন হিসাবে ১২-১৪ দিন পর পর সেচ দিন। এই সময় গরম আবহাওয়া শুরু হওয়ায় গরম জনিত রোগের আবির্ভাব হতে পারে তাই বিশেষ যত্ন নিন।
সাধারন মাছ	পুকুর তৈরি		এই সময়ে মৎস্য চাষি ভাইদের নতুন পুকুর/জলাশয় খনন করেন বা পুনরায় খনন করে পুরানো পুকুর রক্ষনাবেক্ষণ করুন। খনন বা সংস্কার এর পর এফ ও্য এম ২৪০০ কেজি এবং চুন ৪০ কেজি প্রতি বিঘা হারে প্রয়োগ করুন।

সৌমেন মন্ডল, কৃষি আ□হাওয়া□িদ, গ্রামীণ কৃষি মৌসম সে□া, পুন্ডি□াড়ি, উত্তর □ঙ্গ কৃষি □িশ্ব□িদ্যালয়
Email: amfupundibari@rediffmail.com , Phone- 6291449441

উপরের জেলা গুলির Whatsapp এ আ□হাওয়ার পূ□াভাস পেতে কল করুন- 6291449441